Lmov

প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা

ইউনিয়ন ও গ্রাম নির্বাচন

- সহযোগী সংস্থা ও প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের প্রতিনিধিগণ যৌথভাবে ইউনিয়ন ও গ্রাম নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন।
- ইউনিয়ন ও গ্রাম নির্ধাচন করার ক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকার জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি) ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ষ্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণ করা।
- ইউনিয়ন ও গ্রাম নির্বাচনের সময় প্রকল্প দলিলে উল্লেখিত মানদন্ড (criteria) অনুযায়ী স্কোরিং করা হবে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিশেষ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা:
    - উপকূলীয় বন/সবুজ বেষ্টনী/ম্যানগ্রোভ-এর কাছাকাছি মানব বসতির উপস্থিতি;
    - স্থানীয় মানুষের দারিদ্র্য এবং তাদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্নতা;
    - উপকূলীয় বন/সবুজ বেষ্টনী/ম্যানগ্রোভ বন সৃজনের প্রয়োজনীয়তা ও উপযুক্ততা ইত্যাদি।
- মানদন্ড অনুযায়ী সর্বাধিক স্কোর প্রাপ্ত গ্রাম ও ইউনিয়নগুলো চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা।
- পূর্বে বাস্তবায়িত সিবিএসিসি প্রকল্পভূক্ত ইউনিয়ন (স্কোরের বিবেচনায়) এই প্রকল্পের কর্ম এলাকায় হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে যেসব গ্রামে সিবিএসিসি প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে সে গ্রামগুলো বাদ রাখা।
- নির্বাচিত ইউনিয়ন ও গ্রামের তালিকা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষরসহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রকল্প ব্যবস্থা ইউনিট (পিএমইউ) বরাবর প্রেরণ করা।
- নির্বাচিত ইউনিয়ন ও গ্রামের তালিকা সিএমসি সভায় সদস্যদের জ্ঞাতার্থে উপস্থাপন করা।

উপকারভোগী নির্বাচন

- নির্বাচিত ইউনিয়ন ও গ্রাম থেকে উপকারভোগী নির্বাচন করা।
- সহযোগী সংস্থা ও প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের প্রতিনিধিগণ যৌথভাবে উপকারভোগী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন।
- উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অন্তত নিম্নোক্ত ধাপগুলো অনুসরণ করা হবে:
    ১. গ্রামের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ও সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য (রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী নয় এমন) ব্যক্তিদের নিয়ে ফোকাস গ্রুপ ডিস্কাশন সভার মাধ্যমে ও প্রকল্প প্রণীত উপকারভোগী নির্বাচনের মানদন্ডের ভিত্তিতে একটি প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করা।
    ২. প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিশেষ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা:
        - জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্নতা,
        - উপকূলীয় বনের নিকটবর্তিতা,
        - উপকূলীয় বনের উপর নির্ভরশীলতা,
        - দরিদ্র্যতার মাত্রা,
        - লিঙ্গ,
        - প্রতিবন্ধিতা ইত্যাদি।
    ৩. সভা আয়োজনের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ব্যক্তিদের উপকরাভোগী হওয়ার বিষয়ে তাদের মতামত গ্রহণ করা। একই সাথে তাদের প্রত্যেকের জন্য পি.এম.ইউ কর্তৃক সরবরাহকৃত সুনির্দিষ্ট ফরমেট পৃথক পৃথকভাবে পূরণ করে স্কোর নির্ধারণ করা।
    ৪. প্রাপ্ত স্কোরের ভিত্তিতে উপকরাভোগী নির্বাচন করে উপজেলা এবং সহযোগী সংস্থা অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট ফরমটে তালিকাবদ্ধ করা।
    ৫. উক্ত তালিকায় সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থার স্থানীয় প্রতিনিধি এবং ইউএনও-এর স্বাক্ষর গ্রহণ করা।
- সম্ভব সকল ক্ষেত্রে নির্বাচিত উপকারভোগীদের কমপক্ষে ৫০% নারী সদস্য হওয়া ।
- একই ব্যক্তি প্রকল্পের একধিক সহযোগী সংস্থার উপকারভোগী হতে পারবেন না। তদ্রুপ একই উপকারভোগী একাধিক প্রশিক্ষণ বা প্রদর্শনী সহায়তা পাবে না।
- একই খানার একাধিক সদস্য প্রকল্পের উপকারভোগী হতে পারবেন না।
- উপকারভোগী তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সরবরাহে প্রকল্পের সহযোগী সংস্থাসমুহ সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।

প্রশিক্ষণ গাইডলাইন

- বাৎসরিক ও ত্রৈমাসিক কর্মপরিকল্পনার আলোকে সহযোগী সংস্থা ও প্রকল্পের স্থানীয় প্রতিনিধির সমন্বয় মাসিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি করা।
- প্রকল্পের অন্যান্য চলমান কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং প্রকল্পের স্থানীয় প্রতিনিধির সঙ্গে পরামর্শক্রমে প্রশিক্ষণের কমপক্ষে ৭ দিন আগে তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করা।
- একই উপকারভোগী একই বা অন্য সহযোগী সংস্থার একের অধিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত না করা।
- উপকারভোগীকেই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে হবে। তার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
- একদিনে এক ব্যাচের অধিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যাবে না এবং প্রতি ব্যাচে সর্বোচ্চ ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করতে পারবে।
- প্রতিটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের হাজিরা গ্রহণ করা।
- প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত ও নিরাপদ ভেন্যু নির্বাচন করা যাতে প্রশিক্ষণার্থীদের বসার যথেষ্ট স্থান, আলো-বাতাসের ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থাকে।
- প্রশিক্ষণে ব্যবহারের জন্য ব্যানারের ডিজাইন প্রকল্পের কমিউনিকেশন কর্মকর্তার সাথে পরামর্শপূর্বক তৈরি করা।
- পরিবেশ দূষণরোধে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে একাধিক ব্যনার তৈরি না করে একটি কমন ব্যানার তৈরি করা।
- সাপ্তাহিক কর্ম দিবসে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা। প্রয়োজনে প্রকল্পের স্থানীয় প্রতিনিধি ও উপকারভোগীদের সাথে আলোচনাক্রমে শনিবার প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যেতে পারে। তবে শুক্রবার বা বিশেষ সরকারি ছুটির দিন কোন প্রশিক্ষণ আয়োজন না করা।
- কর্মসূচির ফলপ্রসূ বাস্তবায়নের জন্য মৌসুমের পূর্বে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- সহযোগী সংস্থা প্রশিক্ষণের মডিউল ও শিডিউল পি.এম.ইউ এবং প্রকল্পের স্থানীয় প্রতিনিধিদের অগ্রিম সরবারহ করেবে এবং তাদের মতামত গ্রহণ করবে।
- প্রতিটি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ পূর্ব ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী জ্ঞান ও দক্ষতা মূল্যায়ন করা। এ লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মডিউলের আলোকে একটি সহজ মূল্যায়ন ফরম তৈরি ও ব্যবহার করা।
- প্রশিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বড় অক্ষরে বা ছবির মাধ্যমে হ্যান্ডআউট আকারে তৈরি করা। উক্ত হ্যান্ডআউট প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে প্রদান করা এবং সহযোগী সংস্থার স্থানীয় প্রতিনিধির নাম ও মোবাইল নম্বরও দেয়া যাতে প্রশিক্ষণার্থীরা প্রর্দশনী চলাকালে যেকোন তথ্য ও সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করতে পারেন।
- প্রশিক্ষণের মডিউল, মূল্যায়ন ফরম ও হ্যান্ডআউটসমূহ চূড়ান্তকরণে পি.এম.ইউ-এর মতামত গ্রহণ করা।
- প্রশিক্ষণকে ফলপ্রসূ করার জন্য শুধু বক্তৃতা পদ্ধতি ব্যবহার না করে অন্যান্য আধুনিক পদ্ধতি ও উপকরণ ব্যবহার করা।
- উপকারভোগীদের প্রদর্শনীর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত (যেমন: উৎপাদন খরচ, মোট উৎপাদন, বিক্রয় মূল্য ইত্যাদি) সংরক্ষণ ও হিসাব-নিকাশের পদ্ধতি শেখানোর জন্য প্রতিটি প্রশিক্ষণে একটি সেশন রাখা। উক্ত কাজের জন্য কিভাবে একটি সহজ ফরমেট পূরণ করতে হয় তা প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে-কলমে শেখাতে হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক উপকারভোগীকে ফরমেট সম্বলিত একটি রেজিষ্ট্রার খাতা সরবরাহ করা হবে।
- ইতোপূর্বে প্রকল্প থেকে জীবিকা সহায়তা প্রাপ্ত সফল এক বা একাধিক উপকারভোগীকে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য প্রশিক্ষণে আমন্ত্রণ করা যেতে পারে।
- প্রশিক্ষণের শুরুতে স্থানীয় প্রকল্প প্রতিনিধি/সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি সংক্ষেপে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আলোচনা করবেন:

১. প্রকল্পের লক্ষ ও উদ্দেশ্য;
২. উপকূলীয় এলাকার প্রেক্ষাপটে জলবায়ু পরিবর্তন ও এর নেতিবাচক প্রভাব;
৩. উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী/ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের গুরুত্ব এবং এর রক্ষায় স্থানীয় মানুষের ভূমিকা;
৪. প্রকল্প থেকে জলবায়ু সহনশীল সংশ্লিষ্ট জীবিকা সহায়তা প্রদানের কারণ ও গুরুত্ব।

- শিডিউল মোতাবেক সঠিক সময়ে প্রশিক্ষণ শুরু ও সম্পাদন।
- প্রশিক্ষনার্থীদের জন্য বরাদ্দকৃত খাবার, ভাতা ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রদান ইত্যাদি বিষয় নিশ্চিত করা।
- পিএমইউ সরবরাহকৃত সুনির্দিষ্ট ফরমেট ব্যবহার করে প্রতিটি প্রশিক্ষণের গুণগত মান রেকর্ড করা, যা পরবর্তীতে প্রকল্পের রিপোর্টে সন্নিবেশিত করা হবে।
- প্রশিক্ষণের ভাতা বা অন্য যে কোন আইটম বাবদ অব্যয়িত অর্থ পিএমইউ পরবর্তী বাজেট বরাদ্দের সময় সমন্বয় করা।

উপকরণ বিতরণ ও প্রদর্শনী

- বাৎসরিক ও ত্রৈমাসিক কর্মপরিকল্পনার আলোকে সহযোগী সংস্থা ও প্রকল্পের স্থানীয় প্রতিনিধির সমন্বয়ে উপকরণ সহায়তা বিতরণ ও প্রদর্শনীর মাসিক পরিকল্পনা তৈরি করা।
- সহযোগী সংস্থা প্রকল্পের স্থানীয় প্রতিনিধির সাথে আলোচনাপূর্বক প্রদর্শনীর উপকরণ বিতরণের সুনির্দিষ্ট স্থান ও তারিখ নির্ধারণ করবে যাতে প্রকল্পের অন্যান্য সহযোগী সংস্থার কাজের সাথে অধিক্রমণ (overlapping) পরিহার করা যায়।
- উপযুক্ত মৌসুমে প্রশিক্ষণের পর পরই যথাযথভাবে প্রদর্শনীর উপকরণ বিতরণ করা।
- যে কোন একটি দিনে উপজেলার একটি মাত্র স্থানেই প্রদর্শনীর উপকরণ বিতরণ করা যাবে। উপকরণ বিতরণকালে সিএমসি ও প্রকল্পের স্থানীয় প্রতিনিধির উপস্থিত নিশ্চিত করা।
- সাপ্তাহিক কর্মদিবসে প্রদর্শনীর উপকরণ বিতরণ আয়োজন করা। প্রয়োজনে প্রকল্পের স্থানীয় প্রতিনিধি ও উপকারভোগীদের সাথে আলোচনাক্রমে শনিবার উপকরণ বিতরণ আয়োজন করা যেতে পারে। তবে শুক্রবার বা বিশেষ সরকারি ছুটির দিন কোন উপকরণ বিতরণ না করা।
- কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যেক উপকারভোগী যে ধরণের (type), মানের (quality) ও পরিমাণে (quantity) উপকরণ সহায়তা পাওয়ার কথা তা উপকারভোগীকে অগ্রিম জানাতে হবে এবং সহযোগী সংস্থার সংশ্লিষ্ট উপজেলা কর্মকর্তা সে মোতাবেক উপকরণ বিতরণ নিশ্চিত করবেন।
- প্রকল্পের স্থানীয় প্রতিনিধির উপস্থিতিতে উপকরণ সহায়তা বিতরণ করা।
- কোন প্রদর্শনীর মৌলিক কোন উপকরণের পরিবর্তে উপকারভোগীকে অর্থ প্রদান না করা। অবন্টিত উপকরণের ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থ পি.এম.ইউ পরবর্তী বাজেট বরাদ্দের সময় সমন্বয় করবে।
- কর্ম পরিকল্পনায় উল্লেখ নেই এমন ধরণের প্রদর্শনী করার প্রয়োজন হলে সহযোগী সংস্থার উপজেলা কর্মকর্তা ও প্রকল্পের স্থানীয় প্রতিনিধি যৌথভাবে আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। উক্ত সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও পি.এম.ইউ কে লিখিতভাবে অবহিতকরণপূর্বক মতামত গ্রহণ করা। এজন্য কোন বাড়তি বাজেট বরাদ্দ থাকবে না।
- একাধিক উপকারভোগীর সমন্বয়ে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত মোট বাজেটের মধ্যে উপযুক্ত ধরণের যৌথ প্রর্দশনীর আয়োজন করা যেতে পারে।
- উপকরণ সহায়তা বিতরণ ও প্রর্দশনীর জন্য ব্যবহার্য ব্যানার, সাইনবোর্ড ইত্যাদির ডিজাইন প্রকল্পের কমিউনিকেশন কর্মকর্তার সাথে পরামর্শপূর্বক তৈরি করা।
- পরিবেশ দূষণরোধে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে একাধিক ব্যনার তৈরি না করে একটি কমন ব্যানার তৈরি করা।
- প্রর্দশনী চলাকালে সহযোগী সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপকারভোগীদের প্রর্দশনী কার্যক্রম মনিটরিং ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।
- সহযোগী সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মী ও প্রকল্পের স্থানীয় প্রতিনিধিগন আয়-ব্যয়, লাভ-ক্ষতির হিসাব সংরক্ষণের জন্য উপকারভোগীদের সরবরাহকৃত রেজিষ্ট্রার খাতা নিয়মিত হালনাগাদ করতে সহযোগিতা করবেন।
- প্রদর্শনীর ফলাফল প্রচার ও উপযুক্ত প্রদর্শনী উৎসাহিত করার জন্য প্রদর্শনী শেষে উপকারভোগী এবং স্থানীয় অন্যান্য মানুষের উপস্থিতিতে মাঠ দিবস আয়োজন করা।
- সহযোগী সংস্থা প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যতা আনায়নের প্রচষ্টা গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও প্রদর্শনীর উপযুক্ততা বিবেচনা করা হবে।